দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 JAN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 2 ...

ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

# ভবন পরিত্যক্ত শিক্ষক সংকটে পাঠদান ব্যাহত

ফেনী থেকে ওমর ফারুক

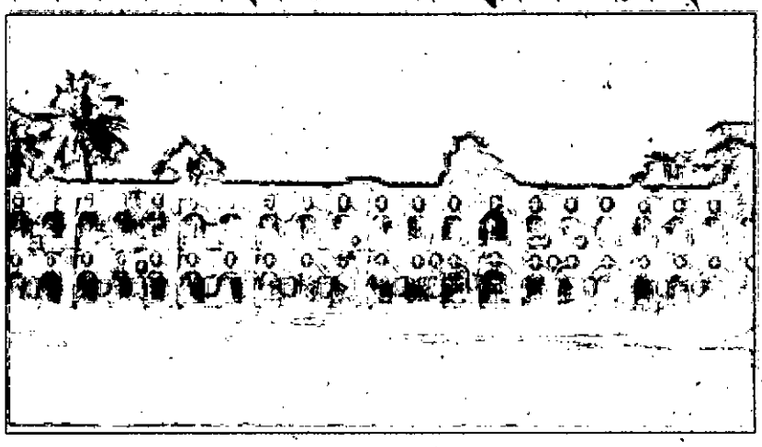

ফেনী শহরের ১৩০ বছরের ঐতিহ্যবাহী এবং প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাইলট হাই স্কুলে ভবন ও শিক্ষক সংকটে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হোসনে আরা বেগমের সাথে আলাপে জানা গেছে ১৮৮৬ সালে ফেনী শহরের প্রাণকেন্দ্র রাজাঝির দীঘির পূর্ব পাড়ে সদর হাসপাতাল সড়ক ঘেঁষে গড়ে উঠে পাইলট হাই স্কুলটি। বৃটিশ আমল থেকে ফেনী জেলার পাঠদানের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই স্কুল। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্ররা এই স্কুলে পড়তে আগ্রহী ছিল। ১৮৮৬ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ফেনী সরকারি পাইলট স্কুলটি বর্তমানে সর্বত্র সুপরিচিত একটি নাম। এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য বর্তমানে ছাত্রদের তুমুল প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। ১৮৮৬ সালের সমসাময়িক সময়ে তৎকালীন বৃটিশ সরকার পাইলট স্কুলের লাল রংয়ের ভবনটি নির্মাণ করেন। ভবনটির মেয়াদ ১৩০ বছর পার হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের পর ভবনটিতে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ২০০৭ সালেই এলজিইডি কর্তৃক এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভবনটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এর পরও শিক্ষা কার্যক্রম চলতে থাকে। রানা প্লাজা ধসের পর কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ভবনটিতে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে পাইলট স্কুলে ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত দেড় হাজার ছাত্র অধ্যয়নরত। প্রভাতী এবং দিবা দুই শাখার মোট শিক্ষক প্রয়োজন ৫১ জন। শিক্ষক রয়েছেন ২৭ জন। বর্তমানে ২৫টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ২০০৯ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঘোষণায় দেশের বেশ কয়েকটি সরকারি স্কুলের পাশাপাশি ফেনী পাইলট স্কুলে ডাবল শিফট চালু করা হয়। ২০১৩ সালে শিফকের পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি স্কুলটিতে শিক্ষক আনা সম্ভব হয়নি। সরকারি স্কুল হওয়ায় শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি সরাসরি মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এই ব্যাপারে জেলা প্রশাসন এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ উর্ধ্বতন মহলে লেখালেখি ছাড়া অন্যকোন ভূমিকা নেই। ফলে মন্ত্রণালয়ে আইনি জটিলতায় শিক্ষকের পদগুলো পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। পাইলট স্কুলের বর্তমান প্রশাসনিক এবং বিজ্ঞান ভবনে গাদাগাদি করে দেড় হাজার ছাত্রের পাঠদান চলছে। বিজ্ঞান ভবনে শ্রেণীকক্ষ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও বেঞ্চের সংকট অনেক বেশি। ফলে পাঠদানে সীমাহীন ব্যাঘাত ঘটছে। এদিকে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে অধিকসংখ্যক ছাত্রকে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিভাগে দেয়া যাচ্ছে না বলে জানালেন প্রধান শিক্ষিকা। ফলাফলের দিক থেকে সরকারি স্কুলটি কুমিল্লা বোর্ডে বরাবরই সুনাম ও আস্থা ধরে রেখেছে। এবারের জেএসপি পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানটি কুমিল্লা বোর্ডে ৪র্থ হয়েছে। ২৯২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৪৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এছাড়া গতবারের এসএসপি পরীক্ষায়ও পাসের হার এবং জিপিএ-৫ ছিল কুমিল্লা বোর্ডে উল্লেখযোগ্য। ফেনী শহরের বালকদের একমাত্র সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হচ্ছে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়। জেলার সকল ছাত্রের আশা-ভরসা কেন্দ্রবিন্দু এ প্রতিষ্ঠানটি। অভিভাবকদের প্রথম পছন্দ ফেনী পাইলট স্কুল। ১৩০ বছরের ঐতিহাসিক এ প্রতিষ্ঠানটি জন্ম দিয়েছে জাতির অনেক সূর্য সন্তান। ফেনী পাইলট স্কুল একটি নাম একটি ইতিহাস। যেটি প্রত্যক্ষ করেছে বৃটিশ শাসন, পাক আমল এবং যার হৃদয়ে লেগে আছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন। ফেনীবাসীর প্রাণের দাবি জেলার বালকদের একমাত্র সরকারি স্কুলটিকে ভবন এবং শিক্ষক সংকট থেকে উদ্ধার করা হোক। ফেনীর বর্তমান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার অত্যন্ত শিক্ষাবান্ধব ব্যক্তি। তার ইচ্ছা ফেনী সরকারি পাইলট হাই স্কুলের সভাপতি হিসেবে ফেনীবাসীর দাবি পাইলট স্কুলটিকে কুমিল্লা বোর্ডে সেরা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। জেলা প্রশাসক বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাবান্ধব। প্রতিষ্ঠানের ভবন এবং শিক্ষক নিয়োগে তিনি ব্যাপক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখিত সমস্যাগুলো সমাধান হবে বলে উল্লেখ করেন।